আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইনা, আমরা যৌক্তিক সংস্কার চাই: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইনা, আমরা যৌক্তিক সংস্কার চাই। তিনি বলেন, আমরা চাই ছাত্ররাজনীতির সংস্কার গবেষণা, এবং তা বাস্তবায়িত হোক। এ লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার আলাউদ্দিন নগর শিক্ষা পল্লী পার্কের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইবি অঞ্চলের সাথী সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্নমতের প্রতি থাকবে সম্মান কিন্তু কেউ যেন স্বৈরাচারী না হয়ে উঠতে পারে, সে ব্যাপারে রাখতে হবে সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি। এই রাজনৈতিক সংস্কারে অবশ্যই চব্বিশের শহীদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে, তা না হলে ভেস্তে যাবে আমাদের এই স্বাধীনতা।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রশিবিরের প্রতিটি কর্মীকে পড়াশোনার পাশাপাশি সুন্দর রাষ্ট গঠনে নিজ নিজ স্থান থেকে কাজ করার আহবান জানিয়ে তিনি আরো বলেন “বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ভাইদেরকে দিনে সাংগঠনিক কাজ করার পাশাপাশি গভীর রাতে জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর সাহায্য চাইতেও আহবান জানান।

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরও বলেন,”বর্তমান অন্তর্র্বতীকালীন সরকারের কাছে আমাদের জোড়ালো আবেদন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রণিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে খুব দ্রুত নতুন আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

কুষ্টিয়ার শহর শিবিরের সভাপতি হাফেজ সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় জামায়াতের সূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবুল হাশেম এবং ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোঃ

সুহাইল।

সেসময় কুষ্টিয়া জেলা শিবিরের সভাপতি ইমরান হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা, মেহেপুর জেলা, ঝিনাইদহ জেলা ও শহর শাখার সভাপতিসহ শিবিরের প্রায় দেড় হাজার সাথী উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধিতে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মার পানি বাড়ছে। এর ফলে কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী উপজেলা দৌলতপুরের ৪টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উপজেলার চিলমারি এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ৩৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

লোকালয়ে পানি না ঢুকলেও নিম্নাঞ্চলের আবাদি ফসল তলিয়ে গেছে। এতে প্রায় ২শ’ হেক্টর জমির মাসকলাই আর মরিচ ক্ষেত ডুবে গেছে। ডুবে গেছে রাস্তা ঘাটও। সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দু’টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। এভাবে পানি বাড়তে থাকায় এলাকাবাসী শঙ্কায় থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড আর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন বৃষ্টি না হলে পদ্মার পানিও কমতে থাকবে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, দৌলতপুর অংশে পদ্মার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে পদ্মায় পানি বাড়ছে। উপজেলার ভাগজোত এলাকায় গত ১০ দিনে ১.৭৩ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ০.১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পয়েন্টে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২৬ সেন্টিমিটার। যা বিপদসীমার ১.৪৪ সেন্টিমিটার নিচে।

এদিকে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় শঙ্কায় পড়েছেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের প্রায় ৩৬ গ্রামের মানুষ। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও বাড়ির আশপাশে ঢুকে পড়েছে পানি। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ক্ষেতের ফসল বিশেষ করে

মাসকলাই আর মরিচের ক্ষেত ডুবে যাওয়ায় ভীষণ ক্ষতির শঙ্কায় পড়েছেন তারা।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামরে কৃষক আমিরুল ইসলাম জানান, এবার তিনি চরে ৮ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। কিন্তু পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় তার কলাইক্ষেত ডুবে গেছে। এতে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলেও জানান তিনি।

একই ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ৭ বিঘা মাসকলাই আবাদ করেছেন। ক্ষেতের সবটুকুই তলিয়ে গেছে পানিতে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তিনি।

পার্শ্ববর্তী চিলমারি ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও অবশিষ্ট নেই ওই এলাকার কোনো ফসলি জমি। কৃষক ফয়জুর রহমান স্বাধীন জানান, এবার তিনি ১৪ বিঘা জমিতে মাষকলাই আবাদ করেছেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ফসল ঘরে তোলার কথা। কিন্তু আকস্মিক বন্যায় তার ক্ষেতের সব মাষকলাই ডুবে গেছে। এতে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিলমারি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ একজন বড় চাষি। এবার তিনি ৩৪ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। পদ্মার পানি আকস্মিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মাষকলাই ক্ষেতের সবটুকুই ডুবে গেছে। পানি না কমলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, আকস্মিক পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে মাষকলাই, মরিচসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার ইউনিয়নের প্রায় ১৬টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম লেমন জানান, চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে মাসকলাই চাষ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশই চাষ হয় চরাঞ্চলে। ইতোমধ্যে প্রায় ২শ’ একর জমির মাসকলাই ও মরিচ ক্ষেতের ক্ষতি হয়েছে। পদ্মার পানি আকস্মিক বৃদ্ধিতে জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে চিলমারী ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, ভারী বর্ষণ ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসায় গত ১০ থেকে ১২

দিন ধরে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আরও দু’একদিন পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপর কমতে পারে পানি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙনরোধে উপজেলার উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্পের নিকট জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলা হচ্ছে।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবাইদুল্লাহ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়াতে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যানের উপর দুর্বৃত্তদের হামলা

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় হামলা চালিয়ে জানিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মজিবর রহমানকে কুপিয়ে জখমের পাশাপাশি হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে জানিপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া বিহারীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মজিবর রহমান জানিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বর্তমান চেয়ারম্যান। তাকে গুরুতর অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত চেয়ারম্যানের ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, ২০১২ সাল থেকেই ভাইয়ের সাথে প্রতিপক্ষ শামীম গ্রুপের রাজনীতিসহ বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই জের ধরে সকালে ভাই খামারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় মোটরসাইকেল থামাতে বলে শামীম। এ সময় শামীমের নেতৃত্বে তার লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভাইয়ের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চলে যায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা এসে

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এক হাত, এক পা ভেঙে দেয়া হয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আননুর যায়েদ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বেহুলা লক্ষীন্দরের আত্মকাহিনী নিয়ে ‘পদ্মপুরাণ’

মনের বাসনা পূরণ করতেই গ্রামাঞ্চলে আয়োজন করা হয় পদ্মপুরাণ গানের। সাধারণত রাত জেগে মনসা-মঙ্গলের নাটক পরিবেশন করা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গভীর রাত পর্যন্ত তাঁরা যা করেন, এর পুরোটাই নাচ-গান-নাটক। এ নাটক নামেমাত্র মঞ্চে পরিবেশন করা হয়।

বিশেষ করে মানুষকে যখন সর্পদংশনে তাড়া করে তখন মনের ভেতর জমে থাকা এসব আতঙ্ক তাড়ানোর জন্যই এই গানের আয়োজন করা হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে চর্মজাতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এসব সারানোর কোন উপায় না পেয়েও এই গানের আসর দিয়ে থাকেন।

এই পদ্মপুরাণ গানের জন্য একটি দলে ১০-১৫জনের সদস্য প্রয়োজন। ঢোলক বাদ্যের সঙ্গে আরও কিছু বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কখনো গানের আসর আবার কখনো কথাকাব্য নিয়ে রচিত এই পদ্মপুরাণ গান। এজন্য কোনো মুখস্ত বিদ্যায় কিংবা বই পড়ে তাদের শিখতে হয়নি। শখের বসে আবার অনেকের ভালোলাগার থেকেই এই দলের সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। এ শিল্পীরা সরাসরি এই আসর মাতিয়ে রাখেন। দর্শক শ্রোতারাও বেশ উপভোগ করেন পদ্মপুরাণ।

এই পদ্মপুরাণ গানের মূল বিষয় হচ্ছে কালনাগিনীর দংশনে লক্ষীন্দরের মৃত্যু থেকে শুরু করে আগাগোড়া বেহুলারই কাহিনী। প্রথম দিকে একটানা সাপের গীত আর সাপের বর্ণনা। নানা প্রকার ও নানা জাতের বাস্তব ও কাল্পনিক সাপের বর্ণনায় পূর্ণ এই গানের প্রথম অংশ। শেষে

বর্ণনা করা হয় ভুরা বা ভেলাভাসিয়ে বেহুলার ইন্দ্রপুরীতে গমন ও মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার বর্ণনা। এভাবেই শেষ করতে হয় মুল অনুষ্ঠানের।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রামের পদ্মপুরাণের নামকরা দলনেতা ছিলেন ফজর আলী মৃধা। তার নেতৃত্বে আশপাশ এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় পদ্মপুরাণ গানের নেতৃত্ব দিতেন। তারই শিষ্যত্ব লাভ করেন তার ছোটভাই ইউনুস আলী মৃধা। এভাবেই আশেপাশ এলাকায় নেতৃত্ব দেওয়া অনেকেই পদ্মপুরাণ গানের আসরে বসে।
গতকাল মঙ্গলবার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া গ্রামের সেকেন আলীর বাড়ির আঙ্গিনায় এই গানের আসর বসে। দিনে এবং রাতে চলে একটানা এই গানের আসর। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধা-বনিতারা এই পদ্মাপুরন গানের অনুষ্ঠান উপভোগ করছে।

এই দলে নেতৃত্ব দেওয়া চঞ্চল বার্তা২৪.কমকে বলেন, পদ্মপুরাণ গানে দলে ১২-১৫জন থাকে। ঢোলকসহ অন্যান্য বাদকের পাশাপাশি একটি টিমের অন্তত ৩-৪ জন পুরুষকে শাড়ি পরিয়ে, চুল লাগিয়ে ও মেকাপ করে তাদের নারী সাজানো হয়। এভাবেই চলতে থাকে পুরো অনুষ্ঠান। দিন রাত মিলিয়ে আমাদের সম্পন্ন করতে হয় বেহুলা লক্ষীন্দরের আত্মকাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটিকার পাশাপাশি গান করা হয়।

তবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু অর্থনৈতিক দৈনতার কারণে দুই রাত ও এক দিনের মধ্যেই শেষ করতে হয় আসর। গানের জন্য আমরা ৮-১২হাজার টাকা পর্যন্ত নেই। এই বাড়ীতে সাত দিন-রাত ব্যাপী গানের আসর বসানো হয়েছে। এতে করে ২৫ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে বাড়ীর মালিককে।

পদ্মপুরাণ গানের সাথে কাজ করে আসা আরেক শিল্পী খাইরুল ইসলাম বার্তা২৪.কমকে জানান, পদ্মপুরাণকে আবার বা মনসার গান বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। পদ্মপুরাণ এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য আলেখ্য। সাপের দেবীমনসা বা পদ্মার নাম অনুসারে এই নামকরণ। এই গান বর্ণনামূলক।

আপাম আলী বিশ্বাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই গানের আসর। তিনি বলেন, যে মনসা দেবীকে পূজা দিতে চাননি চাঁদ সওদাগর, শত বছর ধরে বাঙালি সেই মনসা দেবীকে পূজা দিয়ে যাচ্ছে। শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এ রীতি পালন করে আসছেন জনগণ। হিন্দু, মুসলমান সবাই। তাঁদের বিশ্বাস, এ

সময় মা মনসার পূজা দিলে সারা বছর সাপ আর বিরক্ত করবে না তাঁদের। এমন সব কাহিনী নিয়েই এই পদ্মপুরাণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই দলের আরেক সদস্য নারী সজীব। যার ভুমিকা নারীর হিসেবে অভিনয় করা। তিনি বার্তা২৪.কমকে বলেন, আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনা শেষ করেছি। ছোটবেলা থেকে নাচগান আমার কাছে ভালো লাগতো। তাই এই দলের সাথে মিশতাম। এখন শিল্পী হিসেবে পদ্মপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে থাকি। সমাজে শিল্পী হিসেবে আমরা স্বীকৃতি চাই বলেও দাবী করেন তিনি।

আরেক নারী সদস্য রনি বলেন, আমি একটা তামাক কোম্পানিতে কাজ করি। ছয় মাস কাজ হয় আবার ৬ মাস বন্ধ থাকে। সংসার চালাতে আমি এই গানের আসরে অংশ নিয়ে থাকি। এখন শিল্পী হিসেবে পদ্মপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে থাকি। এই অনুষ্ঠান তো আর সারা মাস থাকে না। তাই কাজের পাশাপাশি সময় সুযোগ করেই অংশ নিয়ে থাকি। ২-৩দিন ধরে অনুষ্ঠান করলে আমি হাজার খানেক টাকা পেয়ে থাকি।

দর্শক বাপ্পি মনে করেন, গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্য পদ্মাপুরন জাতীয় এবং আন্তজার্তিক ভাবে তুলে ধরলে এসব শিল্পীরা উপকৃত হবে। তাই সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়া জরুরি বলেও মনে করেন তিনি।

তবে স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই মনসার গানের আয়োজন করলে সাপের কামড়ে পরিবারের কারো অকাল মৃত্যু ঘটবে না। এছাড়াও অনেক জ্বিনগত সমস্যা সমাধানের উপায় কেবল এই গানের মধ্যে খুঁজে পায় তারা।

কুষ্টিয়ায় পদ্মার ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলো বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের টাওয়ার

পদ্মা নদীর সর্বগ্রাসী ভাঙনে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি ও বসতি ঘরবাড়ি পানিতে বিলীন

হয়ে গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চলতি বন্যায় চরম ঝুঁকির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালনের একটি টাওয়ার সম্পূর্ণভাবে নদীগর্ভে ভেঙে পড়ে।

মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া উপজেলার সাহেব নগর গ্রামে আরও অন্তত ছয়টি টাওয়ার ধসে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের মির্জানগর এলাকায় পদ্মা নদীর তীরে কয়েক শ মানুষ বসে আছেন। তারা পানির তোড় দেখছেন। টাওয়ার ভেঙে পড়া জায়গায় অনেক লোকজন বসে ছিলেন।

কয়েকজনের সাথে কথা হলে তারা বলেন, গত বছরও নদীতে চর ছিল। গত এক মাসে ৫০০ মিটার ভেঙে গ্রামের দিকে চলে আসছে। স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য তাঁরা এক মাস ধরে আন্দোলন করছেন। কয়েক দিন আগে মানববন্ধন, জেলা প্রশাসক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কার্যালয় ঘেরাও, স্মারকলিপি প্রদান ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। পাউবোর কর্মকর্তারা বালুভর্তি জিও ব্যাগ ফেলে যায়। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না।

এদিকে টাওয়ার ভাঙার পরপরই কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন গ্রামবাসী। এতে সড়কের উভয় পাশে প্রায় এক কিলোমিটার যানবাহন আটকা পড়ে। প্রচণ্ড গরমে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। বেলা তিনটা পর্যন্ত অবরোধ ছিল বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও পদ্মার ভাঙনের কবলে পড়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন। চরম আতঙ্কে দিন কাটছে এলাকার হাজারো মানুষের। গত এক মাসে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে কয়েক শ হেক্টর ফসলি জমি। হুমকির মুখে পড়েছে বসতবাড়ি, সড়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোর্ট নির্মাণে প্রায় ৫’শ মিটার গ্রোয়েন বাঁধ পদ্মা নদীর মূল প্রবাহ চ্যানেলের মধ্যে নির্মিত হওয়ায় নদী তার গতিপথ হারিয়েছে। এতে নতুন গতিপথের সন্ধানেই পদ্মা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

ভয়াবহ ভাঙনে কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার শত শত

হেক্টর ফসলি জমিসহ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ঘরবাড়ি ও সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো। এছাড়া কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী জাতীয় মহাসড়ক, দেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প ও ৪১০ মেগা কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

অবিলম্বে পদ্মা নদীর এই সর্বগ্রাসী ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আক্রান্ত এলাকার জনগণ তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় রক্ষায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

এদিকে পদ্মার ভাঙনে জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের টাওয়ার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে কুষ্টিয়ার বটতৈল গ্রিডের প্রকৌশলী আবু তালেব বলেন, ভেঙে পড়া টাওয়ারে কয়েক দিন আগে থেকেই বিদ্যুৎ সঞ্চালন বন্ধ ছিল। এই লাইন দিয়ে ভেড়ামারা থেকে ফরিদপুরে বিদ্যুৎ আনা-নেওয়া হয়। ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। বিকল্প লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক আছে। মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেব নগর গ্রামে আরও অন্তত ছয়টি টাওয়ার ধসে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী (পাউবো) পাউবোর কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, কয়েক বছর আগে থেকেই পদ্মা নদীর ডান তীরে ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে ভাঙন চলছে। ভাঙন রোধে ইতোমধ্যে এক হাজার চারশ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছেন তারা। তিনি আরও বলেন, টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীতে ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে নদীর ডান তীরে কুষ্টিয়ার অংশে ভাঙন বাড়ছে। ভাঙনকবলিত কয়েকটি স্থান শনাক্ত করা হয়েছে। সেখানে বালুভর্তি জিও ব্যাগ ফেলা হচ্ছে। নদীতে এখন পানি বেশি। পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। সব প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে আছে।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দরপত্র আহ্বানসহ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যচুক্তি প্রক্রিয়াধীন। পদ্মার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনরোধে স্থায়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।” কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আখতার বলেন, নদীভাঙন হচ্ছে এটা সত্য। প্রায় দিনই সেখানে আন্দোলন হচ্ছে। স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বেশি দামে সার বিক্রি, ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বেশি দামে সার বিক্রি, নিয়মিত দোকান না খোলা ও প্রাপ্ত সারের সঠিক হিসাব না থাকায় এক ডিলারকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে কুমারখালী স্টেশন বাজার এলাকার মেসার্স হাজী এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটর মো. কামরুজ্জামান রতনকে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মণ্ডল। এসময় কুমারখালী কৃষি কর্মকর্তা দেবাশীষ কুমার দাস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ফারুক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, বিসিআইসির নিয়ম অনুযায়ী একজন ডিলারকে নিয়মিত দোকান খুলতে হবে এবং ন্যায্য মূল্যে সার বিক্রি করতে হবে। কিন্তু মেসার্স হাজী এন্টারপ্রাইজ দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম ভেঙে অধিকাংশ সময় দোকান বন্ধ রাখে। এছাড়া বিভিন্ন নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে বেশি দামে সার বিক্রি করে আসছে।

ভুক্তভোগীদের এসব অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ডিলার মো. কামরুজ্জামান রতনকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মণ্ডল বলেন, বিভিন্ন নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে বেশি দামে সার বিক্রি, নিয়মিত দোকান না খোলা ও প্রাপ্ত সারের সঠিক হিসাব না থাকার অপরাধে মেসার্স হাজী এন্টারপ্রাইজের ডিলারকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও নিয়ম কানুন মেনে চলতে কঠোর সতর্কীকরণ করা হয়েছে।

সিএনজি ও বাস চালকদের দ্বন্দে মেহেরপুরে তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ

মেহেরপুরে বাস ও কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকদের মধ্যেকার দ্বন্দে তিনদিন যাবৎ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

একই সাথে জনগুরুত্বপুর্ণ দুটি’ রুটে বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে অটোরিকসা, পাখিভ্যান ও সিএনজিতে করে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করছেন যাত্রী সাধারণ।

তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও জেলা প্রশসান থেকে নেয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ।

বাস চালকরা বলছেন, চালকদের নিরাপত্তা ও মালিকদের কথামত বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকদের দাবী নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। একটি সুষ্ঠ্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জেলা প্রশাসন বলছেন, বিষয়টি কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার মধ্যেকার সমস্যা। সমাধানের চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সিএনজিচালকদের বাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় মোটরশ্রমিক ইউনিয়ন। ওই দিন সন্ধা থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় শুরু হয় যাত্রী দুর্ভোগ। তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকায় দূরের যাত্রীরা স্বস্তিতে রয়েছেন।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অনেক যাত্রী মেহেরপুর শহরে গিয়ে বিপাকে পড়েন। জরুরী প্রয়োজনে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের জেলায় যাওয়ার জন্য তারা ছোট ছোট যানবাহনে চড়ছেন। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি দ্বিগুণ খরচ বেড়েছে বলে জানান কয়েকজন যাত্রী।

আমঝুপি গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, আমার মেয়ে খুবই অসুস্থ্য। তাকে মেহেরপুর হাসাপালে চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বাস না পেয়ে ৫০০ টাকায় সিএনজি ভাড়া করে কুষ্টিয়া জেতে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের মনোয়ারা খাতুন বলেন, সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি বাস চলছেনা। চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য অটো রিকসা ভাড়া করতে হয়েছে। যেখানে বাসে চড়লে ১০০ টাকা খরচ হতো সেখানে খরচ হয়েছে ৪০০ টাকা।

বাস চালক আমিরুল ইসলাম ও এরশাদ আলী বলেন, রাস্তায় আমাদের নিরাপত্তা নেই। কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকরা আমাদের এক ড্রাইভারকে মারধর করে এবং বাসের গ্লা ভেঙ্গে দেয়। এর সুষ্ঠ্য বিচার না হয়া পর্যন্ত কোন ড্রাইভার বাস চালাবেনা।

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সিএনজিচালকরা বাসচালকের মারধরের ঘটনায় বুধবার মেহেরপুর কুষ্টিয়া জেলার সব রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হয়। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরপুরে লোকাল বাসের চালকের ওপর হামলা ও বাসের গ্লাস ভাংচুর করে সিএনজিচালকরা। এর জের ধরে গতকাল সন্ধ্যা থেকে আবারও বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোতে সিএনজির (থ্রি হুইলার) দৌরাত্ম্য বাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। তাই সিএনজি চলাচল বন্ধ এবং হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে এ শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান বলেন, মেহেরপুরের বাস চারকদের সাথে কুষ্টিায়া সিএনজি চারকদের মধ্যে একটি সমস্যা তৈরী হয়েছে। বিষয়টি খুব দ্রতই সমাধান হবে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার তদন্তে পিবিআই

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে নিহতর ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হত্যা মামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

মঙ্গলবার (০৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার শহীদ মো. সরোয়ার এবং মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মনিরুজ্জামানসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এসময় ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেন বলে নিশ্চিত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মামলা সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট আটজন নিহতের ঘটনায় ১০ আগস্ট থেকে অদ্যাবধি কুষ্টিয়া মডেল থানা ও আদালতে ডজনাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা অভিযোগে মামলা হয়েছে।

এসব মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ রাজনৈতিক নেতাদের নাম রয়েছে। এরমধ্যে সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা ফেরিওয়ালা বাবলু হত্যার অভিযোগে নিহতের ছেলে বাদি হয়ে ১৯ আগস্ট আদালতে করা মামলার এজাহারে কুষ্টিয়া পুলিশের সাত কর্মকতার নাম রয়েছে।

যদিও কুষ্টিয়া মডেল থানায় পৃথকভাবে নিহত ও আহতের ঘটনায় পরিবার এবং থানায় হামলা ভাঙচুর অস্ত্র লুটসহ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পুলিশের করা মামলা হয়েছে।

পুলিশের গুলিতে নিহত ফেরিওয়ালা বাবলু হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে আদালতে করা মামলার এজাহারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফসহ জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা ও সাত পুলিশ কর্মকর্তার নামসহ ১২৬ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ৩০/৪০ জনের বিরুদ্ধে করা মামলাটি কুষ্টিয়া অতিরিক্ত চিফ জুডিশিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মাহমুদা সুলতানা আমলে নিয়ে এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দেন।

এজাহার নামীয় সাত পুলিশ কর্মকর্তারা হলেন- কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ, মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), পুলিশ পরিদর্শক মাহফুজুল হক চৌধুরী, পুলিশ পরিদর্শক দীপেন্দ্রনাথ সিংহ, উপপুলিশ পরিদর্শক সাহেব আলী ও মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী উপপুলিশ পরিদর্শক আসাদুজ্জামান ও উজ্জল হোসেন।

মামলার বাদী সুজনের অভিযোগ, ঘটনাস্থলের সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ হুকুমদাতা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাহবুবুল আলম হানিফসহ রাজনৈতিক নেতারা, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাত পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১২৬ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ৪০/৫০ জনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে মডেল থানায় এজাহার দিলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতের বিচারক মাহমুদা সুলতানার আদালতে মামলাটি আমলে নেন।

এ বিষয়ে পিবিআই কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার শহীদ মো. সারোয়ার জানান, কুষ্টিয়া পিবিআইয়ের চৌকস ও দক্ষ পুলিশ পরিদর্শক মনিরুজ্জামান তদন্ত শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে বেশকিছু প্রাসঙ্গিক আলামত ও ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আদালতের দেওয়া সময়ের মধ্যেই পিবিআই একটা প্রতিবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবেন। তারপর আদালতের যা আদেশ হয় সে মোতাবেক আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জামায়াত ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, আমরা চাই সৎ নেতৃত্ব বসুক–ডা. শফিকুর

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াত ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। আমরা চাই সৎ নেতৃত্ব বসুক। দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বসুক। যারা গদিকে নিজেদের বাপ-দাদার সম্পদ মনে করবে না। আর জনগণকে নিজেদের দাস বানানোর চিন্তা করবে না। বরং জনগণের চৌকিদার হিসেবে নিজেদের মনে করবে। জনগণ শান্তিতে ঘুমাবে আর উনারা রাত জেগে জনগণকে পাহারা দেবে

তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বজন হারানোর শোকগুলো একত্র করে আমরা শক্তিতে রূপান্তর করব এবং অঙ্গীকার নেব যে আমরা শহীদদের মর্যাদা রাখব। তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

আজ রোববার সকালে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আয়োজনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইতিহাস কথা বলবেই। যেমন তেমন ইতিহাস লিখলে সেই ইতিহাস টেকসই হয় না। তিনি বলেন, আসলে আমাদের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ইতিহাসের পালা বদলে আমরা বন্ধুকে শত্রু বানাই, শত্রুকে বন্ধু বানাই। এরকম যে জাতি করে সেই জাতি কোনোদিন বিশ্বের দরবারে ও নিজের বিবেকের কাছে সম্মানিত হতে পারে না। অপসংস্কৃতির এই যন্ত্রণা থেকে এই জাতিকে বের হয়ে আসতে হবে। জাতির জন্য যার যেখানে যে অবদান এটা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার লোকেরাই আপনাকে মাস্টারমাইন্ড ও গডমাদার বানিয়েছে।

এ সময় তিনি বলেন, ‘এখন যারা ধরা পড়ছে তারা বলছে, এটা আমি করি নাই অমুকের হুকুমে করেছি। আর যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সবসময় বলা হতো- গাছটা এদিকে দুলেছে, গাছের পাতা নড়ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) দেখছেন। সব কিছুতেই উনার অনুমতি লাগবে, উনার নির্দেশনা লাগবে। তাহলে আপনার লোকেরাই তো আপনাকে মাস্টারমাইন্ড এবং



গডমাদার বানিয়েছে, আমরা বানাইনি।’

জামায়াতের আমীর আরও বলেন, ‘বলেছিলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশকে সুন্দর বেহেশতী বাগান পয়দা করলে সাড়ে ১৫ বছরের মাথায় আপনাদের এভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে হতো না।’ আমাদের কোন নেতৃবৃন্দ তো পালিয়ে যাননি৷ তারা নিজ নিজ কর্মসংস্থান এবং নিজ নিজ বাসস্থানে ছিলেন। এখন কেন শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেন বলেও যোগ করেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর বলেন, আমরা আজকে শহীদ পরিবারের কাছে এসেছি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নয় বরং আমরা এসেছি অনুপ্রেরণা নেওয়ার জন্য। তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। শুধু শহীদদের হাশরের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ আমার জন্য দান করেছো। আজকে আমি আমার জান্নাতের সব দুয়ার তোমার জন্য খুলে দিলাম। আমার আফসোস এবারের এই যুদ্ধে আমি শহীদের পরিবারের একজন হতে পারলাম না। এ সৌভাগ্য যাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন তাদেরকে আমার ঈর্ষা হয়। আমি যদি তাদের একজন হতাম। আমরা আজকে ঘোষণা করতে এসেছি আমরা আপনার পরিবারের সদস্য হতে চাই।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের কার্যনির্বাহী সদস্য ও পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন- কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের টিম সদস্য ড. আলমগীর বিশ্বাস, খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন, আব্দুল মতিন,

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলা জামায়াতের আমির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নের্তৃবৃন্দ, ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

শহীদ পরিবারের সাথে মতবিনিময় শেষে ১৪ জন শহীদ পরিবারের হাতে দুই লাখ করে মোট ২৮ লাখ টাকা তুলে দেন জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

বন্যার্তদের পাশে মডার্ণ প্লাইউড, ট্রাকে করে পাঠিয়েছেন ত্রান

স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যায় কবলিত দেশ। ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খাগড়াছড়িসহ আশপাশের জেলাগুলো প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে আছে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। এই মানবিক বিপর্যয়ে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন নানান শ্রেণিপেশার মানুষ।

বানভাসিদের জন্য এগিয়ে এসেছেন কুষ্টিয়ার মডার্ণ প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং লি: এর চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন বাবু। আকরাম হোসেন বাবু বরাবরের মতো এবারও বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে কুমিল্লা ও ফেনীতে দুইটি কাভার্ডভ্যান করে তার টিম ত্রাণ বিতরণ করেছে। নৌকায় করে দুর্গম এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করেছে।

ত্রাণের মধ্যে রয়েছে, চিড়া, গুড়, বিশুদ্ধ পানি, বিস্কুট, স্যালাইন, লাইটার, মোমবাতি, খেজুরসহ প্রয়োজনীয় পণ্য।

আকরাম হোসেন বাবুর এই ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় করেন তার সহকারী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

তরিকুল ইসলাম বলেন, আকরাম হোসেন বাবু সাহেব আমাদের নির্দেশ

দিয়েছেন, পুরো ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার। আমরা তার নির্দেশ মতো দিনরাত পরিশ্রম করে প্যাকেটজাত পণ্য বন্যার্তদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আকরাম হোসেন বাবু এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া এবং এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়া সব বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে মেলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত ছাড়াও প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের মাধ্যমেও সহযোগিতা প্রদান করে চলেছেন। পাশাপাশি যেকোনো দুর্যোগে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যায় সবসময়ই পাশে দাঁড়ান।

আকরাম হোসেন বাবু বলেন, যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালীন সময়ে মডার্ণ প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং কোম্পানি লি: পূর্বের ন্যায় এবারও দেশের জনগনের পাশে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং অন্যদেরও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, মডার্ণ প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং কোম্পানি লি: এ এক হাজারের অধিক কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন।